JESUS REDEEMS MINISTRIES

যুব প্রবণতা

সেপ্টেম্বর ২০২৫

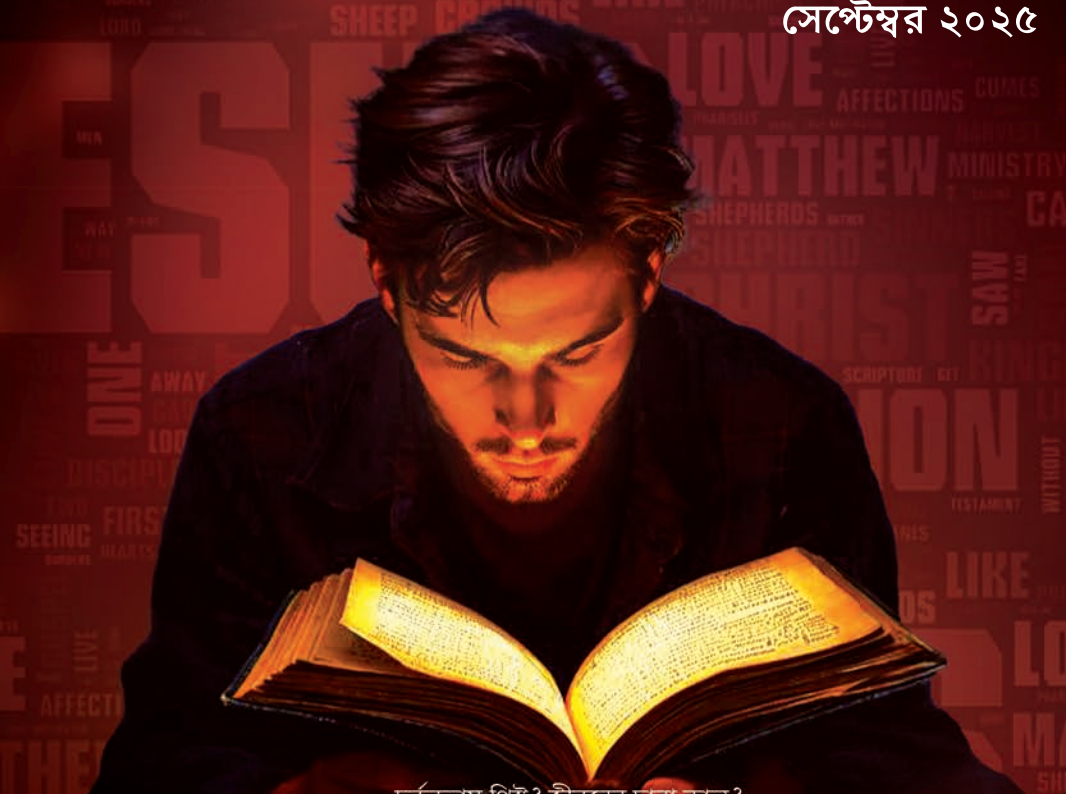

দুর্বলতায় পিষ্ট? জীবনের দ্বারা ক্লান্ত?
আরাম করুন-আপনার জীবনরেখা হল ঈশ্বরের

পুনরুজ্জীবিত বাক্য!!

ভুমিকা

প্রিয় তরুণ হৃদয়, যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানাই!

প্রভুর সেনাবাহিনীর সৈনিক হিসেবে, তাঁর বাক্যের শক্তির মাধ্যমে তোমাদের শক্তিশালী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেরিত যোহন, তাঁর লিখিত ১যোহন ২:১৪ পদে লিখেছেন, "যুবকেরা, তোমাদের লিখছি,কারণ তোমরা বলবান, আর তোমাদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাক্য বিরাজিত এবং তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করেছ।" ঠিক যেমন তোমরা প্রার্থনাকে অগ্রাধিকার দাও, তেমনি তোমাদের ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করার জন্য এবং তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করার জন্যও সময়ব্যয় করতে হবে - কারণ ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করে, তোমাদের গঠন করে এবং তোমাদের শক্তিশালী করে।

তরুণ যিহোশূয়ের সাফল্যের পেছনের রহস্য ছিল এই: "এই ব্যবস্থার পুস্তক তোমার মুখ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না" (যিহোশূয় ১:৮), ছিল ঐশ্বরিক আদেশ – এবং যিহোশূয় তা সর্বান্তকরণে পালন করেছিলেন।

ঈশ্বরের বাক্যই যিহোশূয়কে পুনরুজ্জীবিত করেছিল!

মোশির মৃত্যুর পর, যখন যিহোশূয় বিভ্রান্ত এবং নেতৃত্বের বিশাল দায়িত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন প্রভু তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন,"আমি যেমন মোশির সাথে ছিলাম, তেমনি তোমার সাথেও থাকব। "আমি কখনও তোমাকে ছাড়বো না এবং তোমাকে পরিত্যাগ করব না।" এই কথাগুলি যিহোশূয়কে দিনের পর দিন শক্তি যুগিয়েছিল, তাকে বিজয়ীভাবে তার আহ্বান পূরণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল।

যখন ইস্রায়েল পরাজিত হয়েছিল এবং যিহোশূয় হতাশায় উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, তখন আবারও ঈশ্বরের বাক্যই তাকে তুলে ধরেছিল, শক্তিশালী করেছিল এবং তাকে গড়ে তুলেছিল। যখন তিনি শিবিরকে শুদ্ধ করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছিলেন, তখন প্রভুর উপস্থিতি এবং সুরক্ষা ফিরে এসেছিল, যা তাদের এক মহান বিজয়ের দিকে পরিচালিত করেছিল। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ায়, যিহোশূয় ৩১ জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন,কনান দেশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং ইস্রায়েলের উপজাতিদের মধ্যে তা বিতরণ করেছিলেন।

আজও,ঈশ্বরের বাক্য কেবল আপনার জীবনকে পুনরুজ্জীবিত, গঠন এবং শক্তিশালী করবে না - এটি আপনাকে উত্থিত হতে,আলোকিত হতে এবং তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা পূরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

তোমাদের, এই প্রজন্মের যিহোশূয়দের, ঈশ্বরের জন্য উৎসাহে জ্বলতে হবে। তোমাদের অবশ্যই দেশকে সুসমাচারে ভরে তুলতে হবে। যিহোশূয়ের মতো, তোমাদের অবশ্যই প্রভুর জন্য তোমাদের পা যেখানেই থাকবে, সেই স্থান অধিকার করতে হবে।

শক্তিশালী এবং সাহসী হও!
প্রভুর বাক্য আঁকড়ে থাকো!
তাঁর শক্তিশালী হাত তোমাকে শক্তিশালী করবে!

খ্রিস্টের মিশনে
মোহন সি. লাজারাস

আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই বছরের শুরু থেকেই আমরা প্রার্থনার বিভিন্ন দিক নিয়ে ধ্যান করে আসছি। এই মাসে, আমরা পিতরের পক্ষে প্রাথমিক গির্জা যে অনন্য প্রার্থনা করেছিল তার অনুশীলন করব।

আন্তরিক প্রার্থনা

এটি এমন প্রার্থনা ছিল না যেখানে কেউ কেবল উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কেবল প্রার্থনা করতেই থাকে। অথবা এটি জোর করেকিছু পাওয়ার জন্য মরিয়া,টানাপোড়েন মূলক প্রার্থনাও ছিল না। এটি ছিল একটি আন্তরিক, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ প্রার্থনা যা প্রভুর নিজের হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই মুহূর্তে, পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের ভিতর থেকে মধ্যস্থতা করেন, কীভাবে এবং কী প্রার্থনা করতে হবে তা আমাদের শেখান। এটি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে করা একটি গভীর, আন্তরিক এবং অবিরাম ধরণের প্রার্থনার কথা বলে।

পিতরের জন্য গির্জার আন্তরিক প্রার্থনা প্রেরিত ১২ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। যেহেতু পিতরপ্রারম্ভিক গির্জার একজন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগামী ছিলেন, তাই রাজা হেরোদ তাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। পিতর কারাগারে থাকাকালীন, গির্জা তার পক্ষে অবিরামভাবে, আগ্রহপূর্ণ অধ্যবসায়ের সাথে প্রার্থনা করেছিল। তাদের প্রার্থনা তাদের বিশ্বাস এবং পিতরের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা উভয়ই প্রতিফলিত করেছিল। পিতরকে শিকল দিয়ে বেঁধে কারাগারের দরজার পিছনে আটকে রাখা হয়েছিল, তিনি জানতেন না যে তার জন্য এক অলৌকিক মুক্তি অপেক্ষা করছে। তাই, তিনি তার জুতা খুলে ফেলেছিলেন এবং তার পোশাকটি খুলে ঘুমিয়েপড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, প্রভুর একজন দূত এসে পিতরের পাঁজরে আঘাত করে তাকে জাগিয়ে তোলেন এবং বলেন, "তুমি কোমর বেঁধে নাও, জুতা পরে নাও, তোমার পোশাকটি জড়িয়ে আমার পিছনে পিছনে এসো।" যদিও পিতর কথা মেনে চলেন এবং স্বর্গদূতের পিছনে পিছনে যান, তিনি বুঝতে পারেননি যে, যা ঘটছে তা বাস্তব, তিনি ভেবেছিলেন তিনি কোনও দর্শন পাচ্ছেন। এবং কেন তাই না? এটা এমন কিছু ছিল না যা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঘটতে পারে। স র্বোপরি, তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে চারটি সৈন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

তাহলে, এত কড়া পাহারায় থাকা অবস্থায়,পিতরের পক্ষে কীভাবে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হল?

এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ গির্জা তার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছিল। প্রার্থনার শক্তি এতটাই! পিতরকে বিচারের জন্য বের করে আনার আগের রাতেই, প্রভু তাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর দূত পাঠালেন। পিতর যখন বুঝতে পারলেন যে সত্যিই প্রভুই তাকে উদ্ধার করেছেন, তখন তিনি সেই বাড়িতে গেলেন যেখানে অনেক বিশ্বাসী প্রার্থনায় জড়ো হয়েছিল। তিনি দেখতে পেলেন যে তারা এখনও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছে। তাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের সিংহাসন কক্ষে পৌঁছেছিল এবং ঈশ্বর পিতরকে মুক্ত করে উত্তর দিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করুন: যখন পিতরকে বন্দী করা হয়েছিল, তখন গির্জা রাজা হেরোদের কাছে ছুটে যায়নি, এমনকি তারা কারারক্ষী, কর্মকর্তা, এমনকি যারা পিতরকে অভিযুক্ত করেছিল তাদের কাছেও আবেদন করেনি। পরিবর্তে, তারা প্রভুর দিকে ফিরেছিল এবং আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনা করেছিল। প্রভু কখনও ধার্মিকদের প্রার্থনা উপেক্ষা করেন না; তিনি কখনও আবেগপূর্ণ মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করেন না। বাইবেল বলে,"ধার্মিক ব্যক্তির কার্যকরী, আন্তরিক প্রার্থনা অনেক উপকারে আসে" (যাকোব ৫:১৬)। ঈশ্বর তাঁর দূতপাঠিয়ে এবং অলৌকিক ভাবে পিতরকে উদ্ধার করে গির্জার আন্তরিক প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন।

দানিয়েলের জীবনেও আমরা একই রকম উদাহরণ দেখতে পাই। দানিয়েল ৬:১৬ পদে আমরা পড়ি যে তিনি প্রার্থনায় অবিচল এবং একাগ্র ছিলেন। যে ঈশ্বর সিংহের মুখ থেকে দানিয়েলকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি রাজাকে জনসমক্ষে ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিলেন যে তিনিই একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বর। অলৌকিক ঘটনাটি এতটাই বিশাল ছিল যে রাজাও দানিয়েলের ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

তাড়না এবং দুর্দশার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, যারা প্রার্থনায় একাগ্র ছিলেন তারা জয়ীহয়েছিলেন।যে শত্রুরা তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল তারা নিজেরাই ঈশ্বরের দ্বারা পরাজিত এবং লজ্জিত হয়েছিল (প্রেরিত ১২:২২-২৩; প্রেরিত ১৬:২৮-৩৯; দানিয়েল ৬:২৪ দেখুন)।

আজও, আমরা যত সমস্যার মুখোমুখিই হই না কেন, আমাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আমাদের প্রার্থনা কখনও বৃথা যাবে না। আসুন আমরা প্রভুর কাছে আন্তরিক, অবিরাম প্রার্থনায় অবিচল থাকি - এবং তিনি আমাদের বন্দিদশা ফিরিয়ে দেবেন!

বিদ্রোহী ঈশ্বর মুক্তি পেলেন..!

পাল্লাদমে অবস্থিত তাঁর গির্জায় পাস্টর গোকুল যোসেফের সাথে দেখা করার আনন্দ আমাদের হয়েছিল, যেখানে তিনি তাঁর জীবনের কিছু শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণামূলক মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছিলেন। আপনার আশীর্বাদ এবং উৎসাহের জন্য আমরা তাঁর সাক্ষ্য সংকলন করেছি।

আপনার শৈশব এবং পারিবারিক পটভূমি সম্পর্কে আমাদের বলতে পারেন?

আমরা মূলত মাদুরাই থেকে এসেছি। আমি পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং গভীর ধর্মীয়উৎসাহের সাথে বেড়ে উঠেছি। আমরা আমাদের নিজস্ব মন্দির তৈরি করেছিলাম এবং নিয়মিত আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা-অর্চনা করতাম। আমার দাদু বর্শা নিয়ে নাচতেন এবং ধারালো তলোয়ারের উপর হাঁটতেন, তেমনই তীব্র ভক্তিমূলক কাজ করতেন। আমাদের পরিবার আমাদের বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহী ছিল এবং আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন দেবদেবীর ২০০ টিরও বেশি মূর্তি সহ একটি প্রার্থনা কক্ষ ছিল। এমনই এক আধ্যাত্মিক উৎসাহের পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল।আমার শৈশবকালে, আমরা মাদুরাই থেকে পল্লাদমে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম।

তুমি কেন তোমার শহর থেকে পাল্লাদমে চলে এসেছো?

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আমার বাবা EB (বিদ্যুৎ বোর্ড) এ একটি অস্থায়ী চাকরি পেয়েছিলেন তিরুপুর জেলার

কাঙ্গেয়ামে, যেখানে মাসে মাত্র ৩০ টাকা বেতন ছিল। আমরা পাল্লাদমে বসতি স্থাপন করি এবং আমার বাবা প্রতিদিন এক ঘন্টারও বেশিসময় ধরে কাজ করতে যেতেন। আমরা একটি সারিবদ্ধ বাড়িতে থাকতাম, যেখানে আটজন একই জায়গায় থাকত, ৩০টি ঘরের জন্য মাত্র একটি টয়লেট ছিল। পরে, আমরা ১২টি পরিবারের সাথে ভাগাভাগি করে অন্য একটি সারিবদ্ধ বাড়িতে চলে আসি। সেখানে একটি টয়লেট ছিল, কিন্তু দরজা ছিল না।

ভালো আয় এবং ভালো খাবার থাকা সত্ত্বেও,বাড়িতে শান্তি ছিল না। আমার বাবা মাতাল হয়ে ফিরে আসতেন এবং আমার মায়ের ভালোবাসার সাথে তৈরি খাবার ফেলে দিতেন। তিনি প্রতিদিন মদ্যপান করতেন এবং দুই প্যাকেট সিগারেট টানতেন। আমাদের বাড়ি ছিল বিশৃঙ্খলায় ভরা।

এত টাকা থাকা সত্ত্বেও, তোমার ঘরে শান্তির অভাব ছিল। তুমি কি কোন সমাধান খুঁজছিলে?

হ্যাঁ। আমরা অনেক মন্দিরে যাওয়া শুরু করেছিলাম, কিন্তু আমার বাবা-মায়ের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়ায় বন্ধ হয়নি। আমার মা, বোন আর আমি প্রায়ই বাবার ভয়ে ছাদে লুকিয়ে থাকতাম। এই উত্তেজনার মাঝে, আমার মায়ের পরিচিত

একজন মহিলা পরামর্শ দিলেন যে আমরা তাঁর পরিচিত একজন খ্রিস্টান পাদ্রীর কাছে প্রার্থনা করি। আমরা খ্রিস্টানদের অপছন্দ করতাম, আমরা তাদের নিচু জাতের মনে করতাম এবং তাদের কাছ থেকে জলও গ্রহণ করতাম না। আমরা রাগের সাথে এই ধারণাটি উড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু আমাদের সমস্যা আরও খারাপ হতে থাকলে, আমার বাবা-মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাদ্রীকে দেখা করতে অনুমতি দিলেন। তিনি এসে প্রার্থনা করলেন। সেই মুহূর্তেই, আমরা আমাদের বাড়িতে এক অবর্ণনীয় শান্তি অনুভব করতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে, আমার মা এবং বাবা উভয়েই যীশুকে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করলেন।

এটা অবিশ্বাস্য! তোমার বাবা-মা দুজনেই যীশুর অনুসারী হয়েছিলেন? এটা কীভাবে ঘটল?

কিছুদিন পরেই, আমার বাবার চাকরি স্থায়ী হয়ে যায়।তার বেতন ৩০ থেকে বেড়ে ২,৫০০ টাকা হয়ে যায়। সেটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। আমার বাবা বুঝতে পারলেন যে অসংখ্য দেবতাদের খোঁজা সত্ত্বেও, কিছুই বদলায়নি, কিন্তু যখন খ্রিস্টানরা প্রার্থনা করত, তখন আশীর্বাদ আসত। তিনি কাছাকাছি গির্জায় যোগ দিতে শুরু করেন এবং বিশ্বাসে গভীরভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকেন। আমার মাও খ্রিস্টের অনুধাবনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

> আমরা "খ্রিস্টানদের" অপছন্দ করতাম; আমরা তাদের নিচু জাতের মনে করতাম এবং তাদের কাছ থেকে পানিও গ্রহণ করতাম না।

তোমার মা কেন যীশুর প্রতি এত উদ্যোগী হয়েছিলেন?

যেহেতু আমার বাবা EB – তে কাজ করতেন, তাই তাকে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠতে হত। একদিন,কর্তব্যরত অবস্থায়, তিনি একটি খুঁটি থেকে পড়ে যান, গুরুতর আহত হন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পাল্লাদামের ডাক্তাররা বিষয়টি পরিচালনা করতে পারেননি, তাই আমরা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই কোয়েম্বাটুর।আমরা যখন পৌঁছালাম, ততক্ষণে তার শরীর ঠান্ডা এবং শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

পাস. গোকুল জোসেফ তার পরিবারের সাথে

যদিও আমার মা যীশুতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন, তিনি ভয়পেয়েছিলেন যে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেবতাদের ত্যাগ করারজন্য হয়তোএই দুর্ভাগ্য ডেকেএনেছে। কিন্তু তার নতুন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, তিনি তার সমস্ত গয়না, তার বিয়েরচেইন, চুড়ি খুলে প্রার্থনা করেছিলেন,"প্রভু, যদি আপনি আমার স্বামীকে সুস্থ করেন, আমি আপনাকে সর্বান্তকরণে অনুসরণ করব"।

যখন তারা তাকে ভ্যান থেকে স্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখনই কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আমার বাবা উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে হাঁটতে শুরু করলেন। সেই মুহূর্তটি আমার মাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং খ্রিস্টের প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল।

কি অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা! তোমার বাবা-মা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন... কিন্তু তোমার নিজের জীবনের কী হল?

আমার বাবা-মা যখন গির্জায় যেতেন, তখন আমি বিদ্রোহ করতাম। যারা যীশুকে ঘৃণা করত তাদের সাথেই আমি মেলামেশা করতাম।আমি সক্রিয়ভাবে মন্দিরে যেতাম এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকতাম। খ্রিস্টধর্ম এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা ছিল।

আমার বন্ধুরা বেশিরভাগই ছিল উচ্ছৃঙ্খল, এমনকি স্কুলের দিনগুলিতেও আমার একটা অনন্য স্টাইল ছিল -পাঁচটি আঙুলে আংটি,গলায় ভারী চেন।আমার মা প্রায়শই অনুরোধ করতেন, "আমি এখন যীশুতে বিশ্বাস করি, আর তুমি এখনও "মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করো!" আমি জবাবে বলতাম,"তুমি তোমার গয়না খুলে ফেলেছো এবং ধর্ম পরিবর্তন করেছো বলেই আমি তা করবো না। আমার দেবতারা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ!" যদিও আমার কোন

প্রকৃত বিশ্বাস ছিল না, তবুও আমার ধর্মীয় উৎসাহ ছিল। আমি যীশুকে একজন "বিদেশী দেবতা" হিসেবে দেখতাম এবং তাঁর সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চাইতাম না।

তাহলে তোমার রূপান্তর কীভাবে হলো?

একদিন, আমাদের প্রায় ২০ জন -দশ জনকে মারধর করে। একজন পড়েযায়, আর আমি যখন তাকে লাথি মারি, তখন তার দাঁত ভেঙে যায় এবং আমার পায়ে আঘাত লাগে। আজও সেই দাগ রয়ে গেছে। আমার পা ফুলে ওঠে এবং সংক্রামিতহয়। ইতিমধ্যে, ঘটনাটি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং ৫০ জন লোক আমাকে মারধর করে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে। আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।এই সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে। কেউ আমাকে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে পরামর্শ দেয়। আমি বাড়িতেশুয়ে ছিলাম, কী করব বুঝতে না পেরে, এমন সময় টিভিতে নালুমাবাদীতে একটিনতুন বাইবেল কলেজ খোলার বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠে।এটা দেখে আমার মা পরামর্শ দেন,"তুমি কেন পড়াশোনা করতে যাচ্ছনা ঐখানে?" আমি বাইবেল সম্পর্কে কিছুই জানতাম না,যেহেতু আমার নিরাপদ জায়গা দরকার, আমি চুপচাপ রাজি হয়ে সেখানে যেতে। রাতে, আমার মা আমাকে নালুমা বাদীতে নিয়ে যান।

তুমি লুকিয়েছিলে... বাইবেল কলেজে তোমার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

ক্লাস চলাকালীন আমি একটা শব্দও বুঝতে পারতাম না,প্রায়শই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। তবুও পাপ আমার জীবনে রাজত্ব করছিল। আমি কেবল দিন গুনছিলাম। আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। পুরো এক বছর কেটে গেল, কিন্তু আমার মধ্যে কোনও পরিবর্তন হল না। আমার সহপাঠীরা আমাকে ঈশ্বরের গৃহে আমন্ত্রণ জানাত, কিন্তু আমি সবসময় তা প্রত্যাখ্যান করতাম। একদিন, আমি কেবল কী হয় তা দেখতে গিয়েছিলাম। আমি নিঃশব্দে বসে তাদের প্রার্থনা করতে দেখলাম।

কিন্তু যতই আমি অংশগ্রহণ করতে থাকলাম, গানগুলো আমার ভালো লাগতে শুরু করল। আমি একটি ডায়েরি কিনে ১,০০০ গান কপি করে নিলাম। তারপর এক রাতে, আমি স্পষ্টভাবে আমার ভেতর থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "ঈশ্বরের গৃহে যাও।" আমি আমার বাইবেল এবং ডায়েরি বহন করে দুই ঘন্টা হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাঁদছিলাম।

আমি ধর্মপ্রচারকদের মারধর করা, গির্জায় বিরক্ত করা, বিশ্বাসীদের উপহাস করা সব পাপ স্বীকার করে নিলাম। দুই ঘন্টা কান্নাকাটির পর, আমি আরেকটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: "তুমি এখানে দুর্ঘটনা ক্রমে আসোনি। আমি তোমাকে এনেছি। আমি যেমন মোশির সাথে ছিলাম, তেমনি আমি তোমার সাথে থাকব। তোমার মাধ্যমে আমি যা করতে যাচ্ছি তা হবে শক্তিশালী।" আমি প্রায় ১০ মিনিটের জন্য প্রাণহীনের মতো ভেঙে পড়েছিলাম। সেই সাক্ষাৎ সবকিছু বদলে দিল।

আশ্চর্য! এমন এক ঐশ্বরিক সাক্ষাতের পর কী ঘটেছিল?

প্রভু যখন বললেন,"আমি তোমাকে পরিচর্যার জন্য ডাকলাম, " তখনই আমার মনে গভীর শান্তি ও আনন্দের সঞ্চার হল। আমি আবেগের সাথে বাইবেল পড়তে শুরু করলাম। আমি আগের মতো জীবনযাপন করতে পারছিলাম না।আমি প্রচার শুরু করলাম।

নালুমাবাদীর আশেপাশের গ্রামে। ঈশ্বর আমাকে ব্যবহার করে কিছু আত্মাকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যান। পবিত্র আত্মা

পরবর্তী দুই বছর ধরে আমাকে শক্তিশালীভাবে গঠন করতে শুরু করেন। তিন বছর পূর্ণ করার পর, আমি নালুমাবাদীতে থাকার এবং সেবা করার কথা ভাবি, কিন্তু প্রভু বললেন, "এটা তোমার জায়গা নয়। তোমার নিজের শহরে যাও, আমার সেখানে তোমার জন্য অনেক পরিকল্পনা আছে। "তৎক্ষণাৎ, আমি পল্লাদমে ফিরে আসি।

তাহলে তুমি যে জায়গায় লুকিয়েছিলে, সেটাই তোমার ডাকের জায়গা হয়ে উঠল। তোমার শহরে তোমার পরিচর্যা কীভাবে শুরু হয়েছিল?

আমার মা এবং কয়েকজন মহিলা ইতিমধ্যেই বাড়িতে একসাথে প্রার্থনা করছিলেন। তার সমর্থনে, আমি পরিচর্যার কাজ শুরু করি। বিরোধিতা ছিল তীব্র। কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। কিন্তু আমি প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শুরু করে। আত্মারা আসতে শুরু করে।

৪ জন থেকে, ফেলোশিপ বেড়ে ১০০ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের কেউই খ্রিস্টান পরিবারের ছিল না; সকলেই পরজাতি পটভূমি থেকে রক্ষা পেয়েছিল।আমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করেছি, এবং ঈশ্বরের কৃপায়, আজ আমাদের নিজস্ব বাড়ির তৃতীয় তলায় একটি গির্জা চলছে। যেখানে আমাদের উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, সেখানেই আমরা এখন আনন্দের সাথে একত্রিত হ! যে বন্ধুরা একসময় আমার সাথে ঝগড়া করেছিল, তারা এখন আমার সাথে দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বলো।

আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর আগে। আমার স্ত্রী,জেনিফার সামান্থা, একজন অসাধারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমর্থনকারীনী। তিন বছর ধরে আমাদের কোন সন্তান ছিল না। আমরা উপহাস এবং কঠোর কথার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায়, তিনি এখন আমাদের একটি সন্তানের আশীর্বাদ করেছেন এবং আমাদের মাথা

একই জায়গায় তুলেছেন যেখানে আমরা একসময়লজ্জায় মাথা নত করেছিলাম।

আজকের তরুণদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলতে চান?

এই লেখাটি পড়ছেন এমন সকল তরুণদের উদ্দেশ্যে: তোমাদের চারপাশে হাজার হাজার লোক থাকতে পারে, কিন্তু তোমরা এটা পড়ছো কারণ ঈশ্বর তোমাদের বেছে নিয়েছেন। এই পৃথিবী তোমাদের নিচে নামানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। কিন্তু যদি তোমরা প্রভুর প্রতি উদ্যমের সাথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও, তাহলে তিনি তোমাদের এই দেশে সাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরবেন। ওঠো এবং উজ্জ্বল হও, তরুণ যোদ্ধা!

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, ঈশ্বর যদি ভাই গোকুলকে খুঁজে পেতে পারেন - যিনি একজন ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, হিংস্রতায় আটকা পড়েছিলেন, শত্রুদের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলেন এবং তাকে যাজক গোকুল জোসেফে রূপান্তরিত করতে পারেন, তাহলে তিনি আপনার জন্যও একই কাজ করতে পারেন। যদি আপনি যীশুর কাছে আপনার হৃদয় খুলে দেন, তাহলে তিনি আপনাকেও তাঁর সন্তান করতে পারেন!

শব্দে বিশ্বাস

পৃথিবীতে থাকাকালীন, যীশু অসুস্থদের সুস্থ করার, বন্দীদের মুক্ত করার, অলৌকিক কাজ করার এবং যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষকে আশীর্বাদ করার মতো ভালো কাজ করতেন। বাইবেল আমাদের বলে যে, বিভিন্ন যন্ত্রণায় ভোগা লোকেরা আরোগ্য ও মুক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করত।

এরকমই একজন ব্যক্তি ছিলেন একজন বাবা, যিনি তার ছেলের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, যে অশুচি আত্মায় যন্ত্রণা পাচ্ছিল এবং যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। তিনি যীশুর কাছে এসে প্রার্থনা করেছিলেন,"যদি তুমি কিছু করতে পারো, আমাদের প্রতি করুণা করো এবং আমাদের সাহায্য করো।"যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, **"যদি তুমি বিশ্বাস করতে পারো, তবে যে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সকলই সম্ভব"**(মার্ক ৯:২৩)। আমাদের বিশ্বাসই ঈশ্বরের হাত থেকে অলৌকিক কাজ করে।

আমরা কি বিশ্বাস করবো?

আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করতে হবে, যা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ তাঁর প্রতিজ্ঞা। মথি ৮:৮ পদে, একজন রোমান শতপতিযীশুর কাছে এসে বলেন, "আমার দাস পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতেপড়ে আছে, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।শুধু কথা বলুন, আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে।" যীশু উত্তর দিলেন, "আমি এসে তাকে সুস্থ করব।" কিন্তু শতপতি উত্তর দিলেন, "আপনি যে আমার ছাদের নিচে আসবেন, এমন যোগ্যতা আমার নেই। তাই আমি নিজেকেও আপনার কাছে যাওয়ার যোগ্য মনে করিনি। আপনি শুধু মুখে বলুন, তাহলেই আমার দাস সুস্থ হবে।" তিনি যীশুর বাক্যের কর্তৃত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই বিশ্বাস প্রভুকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আমরা কীভাবে বাক্যে বিশ্বাস করতে পারি এবং অলৌকিক ঘটনা পেতে পারি?

একবার এক ভাইয়ের গুরুতর অসুস্থতা ধরা পড়েছিল এবং ডাক্তাররা তাকে সুস্থ হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সংকটময় মুহূর্তে, তিনি প্রার্থনার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং বাক্যের উপর ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। গীতসংহিতা ১১৭:১৭-১৮ পদের একটি পদ তার কাছে স্পষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল: "আমি মরব না, বরং বেঁচে থাকব এবং প্রভুর কাজ ঘোষণা করব। প্রভু আমাকে কঠোরভাবে শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি আমাকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করেননি।" তিনি বারবার জোরে জোরে এটি পড়তে শুরু করেছিলেন, যাতে তার কান তা শুনতে পায়। তিনি যখন তা করলেন, তখন তার ভেতরে বিশ্বাস জাগতে শুরু করল। সাহসের সাথে তা ঘোষণা

করে এবং প্রভুর উপাসনা কর, অবশেষে তিনি আরোগ্য লাভ করেন - এবং আজ, তিনি যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দেন।ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস অলৌকিক কাজের দিকে পরিচালিত করে।

কিন্তু যদি আমার বিশ্বাস না থাকে? আমি কীভাবে তা অর্জন করতে পারি?

"তাহলে বিশ্বাস আসে শ্রবণ দ্বারা, এবং শ্রবণ আসে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা"(রোমীয় ১০:১৭) আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনতে এবং ধ্যান করতে থাকেন, তখন আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। ঈশ্বরের জীবন্ত, শক্তিশালী বাক্যই আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের জন্ম দেয়। যখন আপনি ধর্মগ্রন্থ পড়েন, তখন বিশ্বাস জাগ্রত হয়। যখন আপনি এমন কথা বলেন যা যীশুকে অলৌকিক কাজকারী ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করে – গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই রকম, আপনার বিশ্বাস শক্তিশালী হবে।

পবিত্র আত্মার সাহায্যে বাক্য পাঠ করা এবং ধ্যান করা বিশ্বাসকে গড়ে তোলে। কিন্তু অবিশ্বাসের কথা বলা আরও অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। যখন ধর্মগ্রন্থ ভুলভাবে শেখানো হয়, তখন শয়তান এর মাধ্যমে কাজ করে, আমাদের বিশ্বাস ভেঙে দেয় এবং আমাদের হৃদয়ে সন্দেহের বীজ বপন করে। কিন্তু যখন আমরা বাক্যে বিশ্বাস করি এবং প্রত্যাশার সাথে শুনি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বিশ্বাসকে প্রেরণা দেন এবং প্রজ্বলিত করেন। এরপর অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ঈশ্বরের বাক্য শোনার মাধ্যমে বিশ্বাস আসে - জীবন্ত এবং শক্তিশালী বাক্য যা আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের জীবন উভয়কেই পুনরুজ্জীবিত করতে আমাদের মধ্যে কাজ করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সত্য ঘটনা!

দক্ষিণ কোরিয়ায়,বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ১৭ বছর বয়সী এক ছেলেকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে রাখা হয়েছিল, তার দুটি ফুসফুসই অকার্যকর হয়ে যাওয়ার পর। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্কটজনক অবস্থার খবর সর্বত্র ছড়িয়েপড়ে। ইতিমধ্যে, একজন তরুণী খ্রিস্টানমেয়ে, যে তার অবস্থা শুনেছিল, তার হৃদয়ে গভীর বোঝা অনুভব করেছিল। সে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিল এবং তারপর তাকে নতুন নিয়মের একটি কপি দিয়ে বলেছিল,"দয়া করে এই পদটি পড়ো।যীশু তোমাকে সুস্থ করবেন।" কিন্তু ছেলেটি রাগে ভরা, বাইবেলটি একপাশে ফেলে দিয়ে বলেছিল, "আমার ইতিমধ্যেই একটি ধর্ম আছে। তুমি এখানে যীশু নামে একটি নতুন দেবতা সম্পর্কে প্রচার করতে এসেছ?" সে মেয়েটিকে অপমান করে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

নিরুৎসাহিত না হয়ে, সে আরেকদিন ফিরে এসে তার আবেদনের পুনরাবৃত্তি করল:

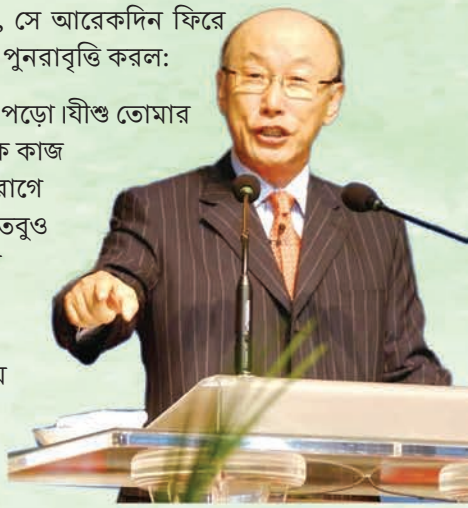

"দয়া করে এই পদটি পড়ো।যীশু তোমার জন্য একটা অলৌকিক কাজ করবেন।" এবার সে রাগে তাকে থাপ্পড় মারল। তবুও সে তৃতীয় বারেরমতো আবার এলো। সমস্ত অপমান এবং মারধর সত্ত্বেও তার অধ্যবসায় দেখে ছেলেটি একটু নরম হয়ে গেল। সে বাইবেলটি নিয়ে তার বিছানার পাশে রাখল।

কয়েকদিন পর, তিনি কৌতূহলী হয়ে বইটি খুললেন যাতে দেখা যায় এতে কী লেখা আছে। তিনি যীশু সম্পর্কে পড়তে শুরু করলেন - তিনি কীভাবে লোকেদের ভালোবাসতেন,অসুস্থদের প্রতি করুণা করতেন এবং তাদের সুস্থ করতেন।তিনি যতই পড়তে থাকলেন, তিনি থামতে পারলেন না। এই যীশুর ভালোবাসা এবং শক্তিতে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। পড়ার সাথে সাথে তার হৃদয়ে বিশ্বাস জাগ্রত হতে লাগল। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন:"এই যীশু, যিনি মৃত্যুর পরেও জীবিত আছেন, তিনি অবশ্যই আমাকেও সুস্থ করবেন।" তিনি যীশুর কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন, তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন এবং তাঁকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করেছিলেন। সেই মৃত্যুশয্যা ঐশ্বরিক আরোগ্যের স্থান হয়ে ওঠে সেই যুবকটি পরবর্তীতে বিশ্বের বৃহত্তম গির্জার প্রতিষ্ঠাতা হন -ডঃ পল ইয়ংগিচো। ঈশ্বরের বাক্যই তার মধ্যে বিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং তার অলৌকিক কার্য সম্পাদনের দিকে পরিচালিত করে।

তুমি কি আজ বিশ্বাস করো? সেই যীশু যিনি তখন অলৌকিক কাজ করেছিলেন, আজও তিনি অলৌকিক কাজ করছেন। তুমি কি বিশ্বাস করবে?

প্রিয় যুবকেরা! ঈশ্বরের বাক্যে জীবন আছে। প্রতিদিন এটি পাঠ করলে আপনার বিশ্বাস শক্তিশালী হবে। পবিত্র আত্মা আপনার সাথে কাজ করবেন। প্রতিদিন আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়ার অভ্যাস করুন এবং এটি আপনার হৃদয়ে সংরক্ষণ করুন!

পুনরুজ্জীবিত শব্দ !

ঈশ্বরের বাক্য একটি ধারালো তরবারির মতো যা আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে, আমাদের চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যগুলি বুঝতে পারে। এটি এমন একটি প্রদীপ যা আমাদের পথকে আলোকিত করে।

"তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ এবং আমার পথের আলো" (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)। যখন জীবন বিভ্রান্তিকর এবং অস্পষ্ট মনে হয়, তখন বাক্যই সঠিক দিক আলোকিত করে।যখন শাস্ত্র আপনার হৃদয়ে মূল্যবান হয়, তখন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রজ্ঞা অর্জন করেন।

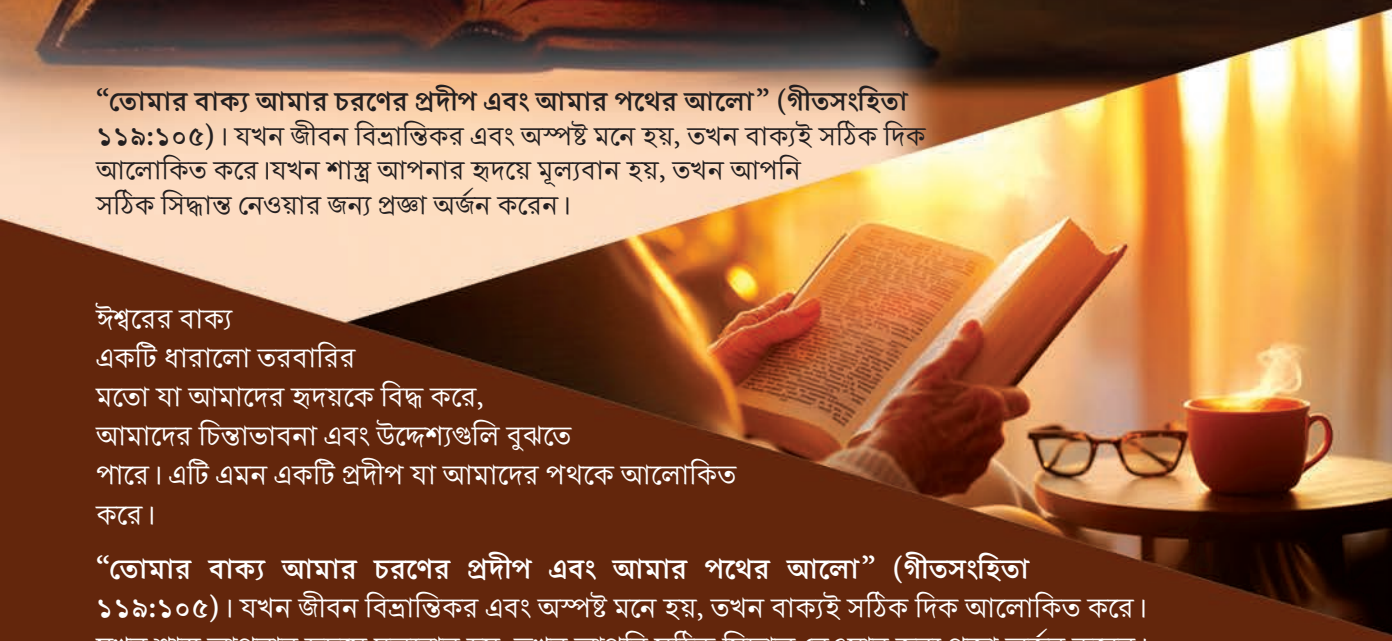

ঈশ্বরের বাক্য একটি ধারালো তরবারির মতো যা আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে, আমাদের চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যগুলি বুঝতে পারে। এটি এমন একটি প্রদীপ যা আমাদের পথকে আলোকিত করে।

"তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ এবং আমার পথের আলো" (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)। যখন জীবন বিভ্রান্তিকর এবং অস্পষ্ট মনে হয়, তখন বাক্যই সঠিক দিক আলোকিত করে। যখন শাস্ত্র আপনার হৃদয়ে মূল্যবান হয়, তখন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রজ্ঞা অর্জন করেন।

বাক্য, যখন আপনার মন ও আত্মায়গভীরভাবে খোদাই করা হয়, তখন আপনাকে পাপের পথে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং পবিত্রতার পথে চলতে সাহায্য করে। পরীক্ষা এবং দুঃখের মুহূর্তগুলিতে, বাক্যই আমাদের সান্ত্বনা দেয় এবং পুনরুজ্জীবিত করে। তাই, কেবল বাইবেল পড়া যথেষ্ট নয়, আমাদের অবশ্যই এটি হৃদয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে।যখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে বাস করে, তখন এটি আমাদের পাপে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।রাজা দায়ূদ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন: **"আমি তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে সঞ্চিত**

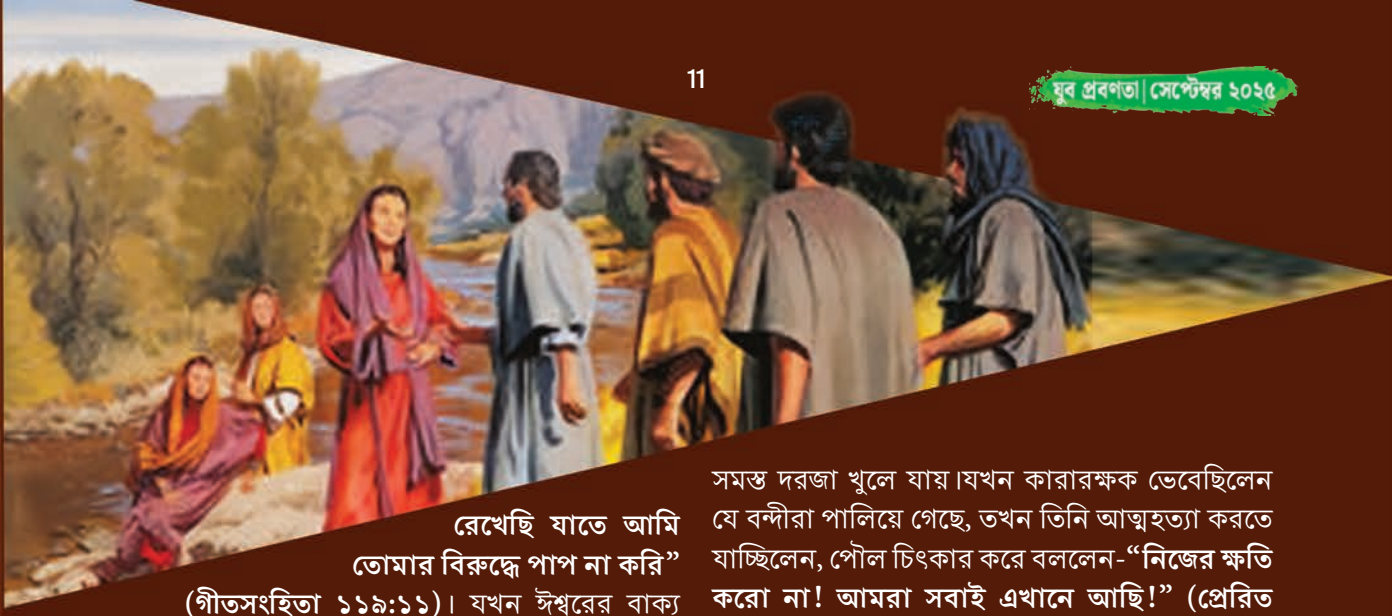

রেখেছি যাতে আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি” **(গীতসংহিতা ১১৯:১১)**। যখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত হয়, তখন এটি পাপ প্রতিরোধে আমাদের শক্তি হয়ে ওঠে।

পাপে আবদ্ধদের যদি মুক্ত করতে হয়, তাহলে তাদের মধ্যে প্রভুর বাক্য প্রচার করতে হবে।এটি হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, অনুতাপ নিয়ে আসে। পৌল এবং সীলের উদাহরণ নিন,তাঁরা ফিলিপিতে কয়েকদিন রইলেন। তাদের রীতি অনুসারে, তারা নদীর ধারে প্রার্থনার স্থানে গিয়ে সেখানে সমবেত মহিলাদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নিলেন।তাদের মধ্যে থুআতিরারলুদিয়া নামে একজন মহিলা ছিলেন।পৌলের বাণী মনোযোগ সহকারে শুনার সাথে সাথে প্রভু তার হৃদয় খুলে দিলেন। তিনি কেবল খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেননি বরং তার পরিবারের সকলের সাথে বাপ্তিস্মও নিয়েছিলেন। ঈশ্বরের বাক্য পাপে মৃতদের জীবন এনেছিল।

পৌল এবং সীলকে বন্দী করার পরও তারা হতাশ হননি। বরং, তারা ঈশ্বরের উপাসনা এবং প্রশংসা গান গেয়েছিলেন। হঠাৎ, একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, কারাগারের ভিত্তি কেঁপে ওঠে এবং সমস্ত দরজা খুলে যায়।যখন কারারক্ষক ভেবেছিলেন যে বন্দীরা পালিয়ে গেছে, তখন তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, পৌল চিৎকার করে বললেন-**“নিজের ক্ষতি করো না! আমরা সবাই এখানে আছি!” (প্রেরিত ১৬:২৮)**।

পরে, তারা কারারক্ষক এবং তার পরিবারের সাথে প্রভুর বাক্য ভাগ করে নিল। বার্তা শোনার সাথে সাথে তারা বিশ্বাস করল এবং বাপ্তিস্ম নিল। আবারও, ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি হৃদয়কে অনুতাপ এবং রূপান্তরের দিকে পরিচালিত করল।

এই শেষকালে, বাক্যের দুর্ভিক্ষের দিনে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের অন্তরে সমৃদ্ধভাবে বাস করা অত্যন্ত জরুরি। তবেই আমরা সাহসের সাথে অন্যদের কাছে তা ঘোষণা করতে পারব। যখন শয়তান যীশুকে প্রলোভিত করতে এসেছিল, তখন প্রভু তাঁর হৃদয়ে ইতিমধ্যেই সঞ্চিত বাক্য ঘোষণা করে প্রতিটি প্রলোভনকে জয় করেছিলেন।আমাদের অন্তরে থাকা বাক্য জীবন এবং শক্তি নিয়ে আসে।

প্রিয় তরুণরা, ঈশ্বরের বাক্য যেকোনো দ্বিধারী তরবারির চেয়েও ধারালো। পরীক্ষার সময়, এটিই একমাত্র অস্ত্র যা তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করবে এবং উদ্ধার করবে। ঠিক যীশুরমতো, যদি আমরা বাক্যে সংযুক্ত থাকি, তাহলে আমরা শত্রুকে পরাজিত করব এবং একটি বিজয়ী জীবনযাপন করব!

পুনরুজ্জীবিত ডুমুর গাছ

প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের শুভেচ্ছা!

"পুনরুজ্জীবিত ডুমুর গাছ" শিরোনামের বাইবেলের আখ্যানের মাধ্যমে আবারও আপনার সাথে দেখা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

গত মাসে, আমরা অনুসন্ধান করেছিলাম কিভাবে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এই মাসে, আমরা ইস্রায়েলের মধ্যে সংযোগ -পুনরুজ্জীবিত ডুমুর গাছ এবং মুক্তিদাতা যীশুর পরিচর্যার মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা করব।

বন্ধুরা, আমি বিশ্বাস করি তোমাদের অনেকেই যীশু মুক্তিদাতার পরিচর্যার সাথে ভালোভাবে পরিচিত।

প্রভু গত ৪৬ বছর ধরে এই পরিচর্যাকে করুণার সাথে পরিচালনা করে আসছেন।গত ২০ বছর ধরে, এই পরিচর্যার মাধ্যমে, আমরা ৫০ জন সদস্যের একটি দল নিয়ে ইস্রায়েলে বার্ষিক প্রার্থনা সফরের আয়োজন করে আসছি। এই দলগুলি প্রায়শই এমন পরিবারগুলির সমন্বয়ে গঠিত যারা যীশু মুক্তিদাতার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত। এই সফরগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি হল গেৎশিমানী উদ্যানে ব্যক্তিগতভাবে এবং কর্পোরেট ভাবে প্রার্থনায় কাটানো সময়।

২০১৫ সালে, এমনই এক ভ্রমণের সময়, আমাদের প্রিয় ভাই মোহন সি. লাজারাস কেগেৎশিমানী উদ্যানে ইস্রায়েলের শান্তির জন্য মধ্যস্থতা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন, তখন প্রভু হস্তক্ষেপ করলেন এবং স্পষ্টভাবে বললেন, "পরিত্রাণ ছাড়া ইস্রায়েলে শান্তি

কিভাবে থাকতে পারে?" তারপর তিনি শাস্ত্রটি দেখিয়ে বললেন,"সমস্ত ইস্রায়েল রক্ষা পাবে।" প্রভু একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্য দিয়েছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল,"ইস্রায়েলীয়রা রক্ষা পাবে, এবং ইস্রায়েলের ভূমিতে একটি পুনরুজ্জীবনের আগুন ঢেলে দেওয়া হবে।"

প্রভুর নির্দেশ মেনে,"তোমার ভূমি (ভারত) এবং আমার ভূমি (ইস্রায়েলকে)পুনরুজ্জীবনের জন্য তোমাদের অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে", এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছিল, যার নাম ছিল "দ্য ইস্রায়েল রিভাইভাল প্রেয়ার ট্যুর" (ইস্রায়েল পুনর্জাগরণ প্রার্থনা পরিক্রমা)।

এই ধরণের প্রথম সফরটি ২০১৬ সালে হয়েছিল যেখানে ৪০০ জনেরও বেশি বিশ্বাসী একসাথে যোগ দিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের সময়,যিরুশালেমে ১২ ঘন্টার একটি প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।গালীল সাগর,কারমেল পর্বত, গেৎশিমানীর উদ্যান, উদ্যান সমাধি এবং সিদিকিয়ের গুহার মতো গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলের স্থানগুলিতে প্রতিটিতে দুই ঘন্টা করে অতিরিক্ত প্রার্থনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যিরুশালেমে ১২ ঘন্টার প্রার্থনা সমাবেশটি বিশেষভাবে গভীর ছিল। ভাই মোহন সি. লাজারাস এবং ভাই ভিনসেন্ট সেলভাকুমার ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিকল্পনা এবং শাস্ত্রীয়দর্শনগুলি ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং তীব্র প্রার্থনায় মণ্ডলীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, অনেকেই ইস্রায়েলের জন্য একটি গভীর বোঝা পেয়েছিলেন এবং জাতির জন্য মধ্যস্থতা কারী হওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২৩ সালে পুনরুজ্জীবন প্রার্থনা সফর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি সফরে অংশগ্রহণকারীরা কেবল ইস্রায়েলের জন্য প্রার্থনা করার জন্যই নয়, বরং তার পক্ষে কাজ করার জন্যও নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। এই সফরগুলির পাশাপাশি, ইস্রায়েলের পুনরুজ্জীবন উপবাস ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২ এবং ২০২৪ সালে (মে এবং নভেম্বর) দুবার প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।এই সমাবেশগুলিতে, ঈশ্বরের সন্তানরা সাত দিন ধরে উপবাস এবং প্রার্থনা করেছিলেন, ইস্রায়েলের জন্য আন্তরিকভাবে মধ্যস্থতা করেছিলেন।

এই প্রার্থনার ফলে, প্রভু ইস্রায়েল দেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রচুর সংখ্যক ইহুদি যীশুকে মশীহ হিসেবে জানতে পেরেছিলেন।ইস্রায়েলের জনগণের মধ্যে পরিচর্যাকারী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশজুড়ে গির্জাগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রভু জাতির মধ্যে ৮০০ টিরও বেশি প্রার্থনা কক্ষ তৈরি করতেসাহায্যকরেছেন। দশটি ভিন্ন দেশের বিশ্বাসীরা এখন বিশ্বস্তভাবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ,পুনরুজ্জীবন, সুরক্ষা এবং আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

ইস্রায়েল জাতির পরিসংখ্যান!

ইসরায়েলজনসংখ্যা	৯.৬মিলিয়ন
মূলধন	যিরুশালেম
জাতিগত গোষ্ঠী	ইস্রায়েল ইহুদি, আরব, দ্রুজ, আর্মেনীয়জাতির পরিসংখ্যান!
ইহুদি	প্রায় ৭.১মিলিয়ন
অ-ইহুদি (আরব, খ্রিস্টান, দ্রুজ, অন্যান্য ধর্ম)	আনুমানিক ২.৫মিলিয়ন
চলতি ভাষা	হিব্রু, আরবি, ইংরেজি, রুশ, ফরাসি
মুদ্রা	শেকল
জেলাগুলি	৬+১

(ইস্রায়েলের ভূমি সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল)।

প্রকৃতপক্ষে, ডুমুর গাছটি আবারও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এর উপর আবারও পুনরুজ্জীবিত আগুনের বর্ষণ করতে হবে।

"আমি পৃথিবীতে অগ্নিবর্ষণ করতে এসেছি। আরও ভালো হত, সে আগুন যদি আগেই প্রজ্বলিত হত!" (লূক ১২:৪৯)

এই ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

ঠিক যেমন প্রেরিত যুগে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পুনরুজ্জীবনের আগুন ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, ঈশ্বর আবারও সেই একই আগুন ঢেলে দিতে চান - ঠিক ইস্রায়েলের হৃদয়ে। প্রভু আপনাকে এই প্রার্থনা আন্দোলনের অংশ হতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

আপনি যদি ইচ্ছুক হন, তাহলে আমাদের সাথে মধ্যস্থতায় যোগ দিতে আপনাকে স্বাগতম। আমরা আনন্দের সাথে আপনাকে মাসিক প্রার্থনার বিষয়গুলি পাঠাবো, বিশেষ করে ইস্রায়েলের উপর। আপনি একা, পরিবারের সাথে, আপনার গির্জার সাথে, অথবা প্রার্থনার দলে প্রার্থনা করতে পারেন। আসুন আমরা একসাথে দাঁড়াই যতক্ষণ না ইস্রায়েল দেশে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

মারানাথ! যীশু শীঘ্রই আসছেন!

মনের জোর দ্বারা চালিত

প্রিয় তরুণ অর্জনকারীরা, তোমাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা!

এই পৃথিবীতে আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত অর্থপূর্ণ কিছু অর্জনের জন্য একটি নতুন সুযোগ। জীবন অসংখ্য সুযোগ এনে দেয় এবং যারা আন্তরিকভাবে সেগুলিকে আলিঙ্গন করে তারা মহানতার শিখরে উঠে আসে। আজ আপনাদের সামনে এমনই একজন ব্যক্তির গল্প জানাবো, যিনি কষ্টের জীবনকে বিজয়ের উত্তরাধিকারে রূপান্তরিত করেছিলেন।

লুইস হ্যামিল্টন ইংল্যান্ডের এক সাধারণ শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই কার্টরেসিংয়ের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। ছেলের স্বপ্ন পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, লুইসের বাবা একই সাথে তিনটি চাকরি গ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে, লুইস একটি কার্টিং প্রতিযোগিতায় তার প্রথম জয়লাভ করেন - এমন একটি জয় যা তার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়কে পরিণত করে।

তেরো বছর বয়সে, তার প্রতিভা ম্যাকলারেন মার্সিডিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যিনি তাকে একজন উন্নয়ন চালক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি তাকে ফর্মুলাওয়ানের জগতে নিয়েযায়। তবে, যাত্রাটি খুব একটা সহজ ছিল না। লুইসকে স্কুলে এবং রেসট্র্যাকে বর্ণবাদ, উপহাস এবং অবিরাম বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হিসেবে, তাকে প্রায়শই বৈষম্য এবং অবজ্ঞার শিকার হতে হয়েছিল। তবুও, তিনি কখনও অপমানকে তার আত্মবিশ্বাসকে নড়তে দেননি। পরিবর্তে, তিনি সাহসী দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যান, বিশ্বাস করে যে "আমি এটা করতে পারি।"

তার অক্লান্ত প্রতিভা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে, লুইস সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠেন। তিনি ১০৩টিরও বেশি রেস জয় করেছেন এবং "স্যার" এর মর্যাদাপূর্ণ খেতাব অর্জন করেছেন। কিন্তু লুইস কেবল একজন রেসিং কিংবদন্তি নন, তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জাতিগত সমতার জন্যও একজন শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। অনেকেই একসময় সন্দেহ করেছিলেন যে একজন তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি কখনও FI বিশ্ব জয় করতে পারবেনা। কিন্তু তার সাহস,অধ্যবসায়, অটল বিশ্বাস এবং তার বাবার অবিচল সমর্থন তাকে জয়ের পথে পরিচালিত করেছিল।

প্রিয় পাঠকগণ, চ্যালেঞ্জ যতই ভয়াবহ হোক না কেন, মনে রাখবেন-পরাজয় তখনই আসে যখন আপনি চলা বন্ধ করে দেন। যদি আপনি দৌড়াতে থাকেন, তাহলে জয় অবশ্যই আপনার পিছনে ছুটবে। দৌড়াতে থাকুন, সাফল্য আপনার পিছনে ছুটবে... ঠিক যেমনটি লুইস হ্যামিল্টনের জীবনে হয়েছিল!

খ্রিস্টান চার্চ যুব

তারপর: উৎসাহী আধ্যাত্মিক যোদ্ধাদের 🔥
এখন: দিকনির্দেশনাহীন পথিক

দাবিত্যাগ: প্রথমে, একটা জিনিস করা যাক স্পষ্টতই, আপনারা যারা এই প্রবন্ধটি পড়ছেন, তারা অবশ্যই তাদের মধ্যে নেই যারা দিক হারিয়ে ফেলেছেন! 🤷‍♀️ এটি কারো সমালোচনা করার জন্য নয়, বরং সত্য কথা বলা এবং আমাদের মধ্যে সৎ প্রতিফলন জাগানোর জন্য, ✍️

📖 নতুন নিয়মের প্রারম্ভিক গির্জার মধ্যে, আমরা দেখতে পাই যে তিমোথিয়, মার্ক, স্তিফানএবং পৌলের মতো তরুণরা অবিলম্বে উঠে দাঁড়ায় এবং উৎসাহের সাথে ঈশ্বরের সেবা করে।

🤔 কিন্তু আজকের গির্জাগুলিতে, শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের সাথে বিশ্বস্ততার সাথে রবিবারের স্কুলে যোগদান করে বড় হয়।

তবে, যখন তারা যৌবনে পা রাখে...

- বিভ্রান্তি তৈরি হয়।
- একটা প্রবাহ শুরু হয়।
- তারা একটি যাত্রা শুরু করে -কিন্তু তারা জানে না এটি কোথায় নিয়ে যাবে। 😓

যুব সংকট 🤯

আজকের তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগ্রামের মধ্যে একটি হল "আমি কে"?এইপ্রশ্ন এবং তারা উত্তরটি খুঁজে বের করার জন্য মরিয়াহয়েচেষ্টা করছে।

💪তারা তাদের ভেতরের শক্তি এবং সম্ভাবনা চিনতে ব্যর্থ হয়।

🔍তারা তাদের পরিচয় খোঁজে... কিন্তু প্রায়শই ভুল জায়গায়।

🧠 বাক্য বলে,"তোমার যৌবনকালে তোমার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করো"(উপদেশক ১২:১)। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের জীবনের জন্য কী চান তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

আজকের বিভ্রান্তি 😵‍💫

এই প্রজন্মের মানুষের হৃদয় লিঙ্গ এবং যৌনতা সম্পর্কিত প্রশ্নে ভারাক্রান্ত। "আমি কি পুরুষ না মহিলা? আমি কি সরল, না নই?"

🎞️📱🎮 সিনেমা, মোবাইল অ্যাপ এবং সোশ্যালমিডিয়া-সবকিছুই তরুণদের আগ্রাসীভাবে বিপজ্জনক, দিকহীন স্রোতের দিকে টেনে আনছে।

কিন্তু এই সবকিছুর মাঝে, কেবল একটি কণ্ঠস্বরই বলছে, "এই পথ; এই পথেই চল॥" সেই কণ্ঠস্বরযীশুর। 🙌

ℹ️ যীশু আপনাকে আপনার নিজের চেয়েও ভালো জানেন।

তাই, তাঁর কাছে যান -আপনার শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে স্পষ্টতা খুঁজুন। 🙇‍♀️🙇‍♂️

📖 গীতসংহিতা ১২৭:৪

"একজন যোদ্ধার হাতে তীরের মতো, যৌবনে জন্ম নেওয়া শিশুরাও।" তুমি ঈশ্বরের হাতে একটি তীর যা উদ্দেশ্য, দক্ষতা এবং শক্তি দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে!

আমরা আপনাকে প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই 🤝

🙏 যদি আপনার গির্জা বা প্রভাবশালী বৃত্তে এমন কেউ থাকে যে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে, তাহলে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

তুমি কারো জীবনে আলো হতে পারো - তাদের প্রকৃত পরিচয়ের পূর্ণতা আবিষ্কারে সাহায্য করার জন্য একটি পথপ্রদর্শক।

🔥 চলো, তরুণ যোদ্ধা হিসেবে জেগে উঠি - আগামীকাল নয়, আজই!

চাঞ্চল্যকর খবর!

হ্যালো বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই? এই মাসের চাঞ্চল্যকর খবরের মাধ্যমে আবারও তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। আর ভাবছো তো? এই মাসটা বিশেষ।

আপনি অনুমান করতে পারেন কেন?

হুম...একদম ঠিকএই মাসে আমরা আমাদের শিক্ষক দিবস উদযাপন করি যারা আমাদের দুষ্টুমিতে আনন্দিত হন, আমাদের বিভ্রান্তি দূর করেন, আমাদের ভুল সংশোধন করেন, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন, আমাদের ব্যর্থতাকে সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে পরিণত করেন এবং ঈর্ষা নয়, গর্বের সাথে আমাদের আশীর্বাদ করেন। এই অংশটি পড়া সকল শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা!

ঠিক আছে তাহলে... আমরা কি এই মাসের গল্পে ডুব দেব?

বাইবেলে, একজন রোমান সেনাপতির বর্ণনা আছে যার দাস গুরুতর অসুস্থ এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিল।

গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে, সে যীশুর কাছে তার দাসকে সুস্থ করার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা করছিল। দ্বিধা না করে, যীশু তার সাথে গেলেন।যাইহোক, তারা যখন বাড়ির কাছে পৌঁছালো, তখন শতপতি বার্তা পাঠালেন, "প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না, কারণ আমি এমন যোগ্য নই যে আপনি আমার ছাদের নীচে আসবেন।"আদেশ দিতে এত অভ্যস্ত একজন মানুষের কী অসাধারণ নম্রতা! তিনি আরও বললেন, "শুধু কথা বলো, আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে। কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীনে একজন মানুষ,আমার অধীনে সৈন্য আছে। আমি একজনকে বলি, 'যাও', সে যায়; অন্যজনকে বলি, 'এসো', সে আসে; আর আমার দাসকে বলি, 'এটা করো', সে তা করে।"

যীশু যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, আমি ইস্রায়েলের মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস পাইনি।" এবং মাত্র একটি কথার মাধ্যমে, যীশু দূর থেকে চাকরকে সুস্থ করলেন।

একটা কথাতেই কি অলৌকিক ঘটনা? আর দূর থেকে? অবাক করার মতো, বন্ধুরা?

আমি যখন ভাবছিলাম যে আজও কি এই ধরণের অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তখন তিরুপুর শহর থেকে আমার কাছে একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য এসে পৌঁছাল। সেখানে, ক্যালভারি হ্যান্ডস নামে একটি প্রার্থনা গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।তারা কেবল জাতির জন্য মধ্যস্থতা করে না, বরং তারা গ্রামে ধর্মপ্রচার এবং দরিদ্র ও অভাবীদের সেবাও করে।

এই দলের একজন বোন রত্না নামে এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে দেখা করেন, যিনি রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং স্নায়ুর সমস্যার কারণে পা ফুলে যাওয়ার কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন। ডাক্তাররা তাকে মাত্র তিন মাস বাঁচার সময় দিয়েছিলেন।করুণায় ভারাক্রান্ত হয়ে, বোন তাকে সুস্থ দেখতে চেয়েছিলেন এবং যীশুর আরোগ্য ক্ষমতা সম্পর্কে তার বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি দেন, বলেন,"তুমি আমার বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।"

নিরুৎসাহিত না হয়ে, বোন বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন,"আমি ভেতরে আসব না, তবে আমি এখান থেকে যীশুর কথা বলব।" তিনি তাঁর অলৌকিক কাজের কথা বললেন এবং বাড়ির বাইরেই রত্নার জন্য প্রার্থনা করলেন।দিনের পর দিন, তিনি ফিরে এসে একই জায়গা থেকে প্রার্থনা করলেন।

আর তারপর এক অলৌকিক ঘটনা! ধীরে ধীরে বৃদ্ধা মহিলার পায়ে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। পার্থক্য দেখে তিনি অবশেষে বোনকে তার বাড়িতে প্রার্থনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠার সাথে সাথে, বোন তাকে তাদের পরিবারের জন্য আয়োজিত প্রতিদিন ভোর ৫ টার কনফারেন্স কল প্রার্থনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।কৌতূহলী হয়ে, বৃদ্ধা মহিলাটিও যোগ দেন।

এই ভোরের আহ্বানের সময়, একটি ছোট ভক্তিমূলক বাক্য আদান-প্রদান করা হয় এবং তারপর প্রার্থনা করা হয়। দিনের পর দিন তা শুনতে শুনতে তার হৃদয়ে বিশ্বাস জেগে উঠতে থাকে। এই বাক্যগুলি ধরে রেখে, সে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে শুরু করে।ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, ফোলা কমে যায়, ক্ষত সেরে যায় এবং একদিন, সে তার বিছানা থেকে উঠে পড়ে।

তার পরিবার হতবাক হয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল, কিন্তু সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।তার সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক হয়ে গেল।স্নায়ুতে রক্ত প্রবাহ পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।যে মহিলা একসময়যীশু সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, তিনি তার পুরো পরিবার সহ এখন বিশ্বাসে হাঁটছেন।তার চেয়েও বড় কথা, তারা এখন তাদের মুদি দোকানের গ্রাহকদের সাথে যীশুর সুসংবাদ ভাগ করে নিচ্ছেন!

বন্ধুরা , এটাই একমাত্র অলৌকিক ঘটনা নয়! আমরা এই ধরণের অনেক আশ্চর্য ঘটনার খবর পেয়েছি ক্যালভারি হাতের প্রার্থনা।ঠিক যেমন যীশু দূর থেকে শতপতির দাসকে একটি মাত্র শব্দ দিয়ে সুস্থ করেছিলেন, তেমনি এই আহ্বানের সময় উচ্চারিত ঈশ্বরের বাক্য দূর থেকে এই দাদীকে সুস্থ করেছিল।

আজকাল আমাদের অনেকেই কনফারেন্স কল প্রার্থনায় যোগদান করি। কিন্তু আসুন নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে আমরা কি সত্যিই হৃদয় ও আত্মায় উপস্থিত? নাকি আমরা একদিকে আহ্বানে যোগদান করি, অন্যদিকে অন্য কাজে যোগদান করি অথবা অন্যের সাথে অ্যাপ স্ক্রোল করি?

এটি একটি জাগরণের ডাক হোক। ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনার শক্তি কাউকে মৃত্যুশয্যা থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে। অবশ্যই, এটি আমাদের যেকোনো পরিস্থিতিকে বদলে দিতে পারে! কিন্তু এই শক্তির জন্য প্রয়োজন প্রতিশ্রুতি, ত্যাগ এবং দৃঢ় বিশ্বাস। আসুন আমরা আবেগ এবং নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা করি, এবং আমরা এমন অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করব যা কখনও হয়নি।

আগামী মাসে আরও ব্রেকিং নিউজ নিয়ে আবার দেখা হবে!

(চলবে...)

প্রার্থনা নির্দেশিকা

সেপ্টেম্বর 2025

কৃষকের আত্মহত্যা

২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসেই মহারাষ্ট্রে ৭৬৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে আটজন কৃষক আত্মহত্যা করে মারা যান। ভারতে বছরে প্রায় ১৩৭.৪ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদনহয়, যার ২৫% আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে।তবে, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জলবায়ু পরিবর্তন, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ কৃষি উৎপাদনশীলতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কম ফলন,ক্রমবর্ধমান ঋণ এবং অপর্যাপ্ত সেচ সুবিধা অনেক কৃষককে ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছে।২০২৪ সালে, মহারাষ্ট্রে ২,৬৩৫ জন কৃষক আত্মহত্যা করে মারা যান।

প্রার্থনার তালিকা

১. কৃষকদের সুরক্ষার জন্য এবং আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা আশা ও সাহসের সাথে প্রতিস্থাপিত হোক, এই প্রার্থনা করুন।

২. প্রার্থনা করুন যে ভারতে চাষ করা ধান ন্যায্য মূল্যে কেনা হবে এবং কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রি করতে পারবে।

৩. অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং পোকামাকড় থেকে কৃষিজমি রক্ষা করার জন্য এবং প্রচুর ফসলের জন্য ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করুন।

৪. সরকার যেন পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা নিশ্চিত করে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সার সরবরাহ করে, সেই জন্য প্রার্থনা করুন।

৫. কৃষিকাজের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রার্থনা করুন।

বিদ্যুৎ বোর্ড

ভারতের বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ২৭ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত আছেন, যারা ৩৩ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশিগ্রাহককে সেবা প্রদান করেন। দেশটি প্রতি ঘন্টায় ১,৮০০ টেরাওয়াটবিদ্যুৎ ব্যবহার করে।শিল্প, গৃহস্থালি এবং কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা প্রতি বছর ৬% বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ভারতের বেশিরভাগবিদ্যুৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিতহয়, যার মধ্যে জলবিদ্যুৎ, পারমাণবিক এবং নবায়ন যোগ্য শক্তির উৎসও অবদান রাখে। ২০২৯-২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬৪% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রার্থনার পয়েন্ট

১. বিদ্যুৎ খাতে নিযুক্ত ২৭ লক্ষ শ্রমিকের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।

২. বিদ্যুতের অপব্যবহার এবং অপচয়ের বিরুদ্ধে জনসচেতনতার জন্য প্রার্থনা করুন।

৩. ভারতের সকল বাড়িতে সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রার্থনা করুন।

৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সমস্ত শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রার্থনা করুন।

৫. সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রার্থনা করুন।

যৌন নিপীড়নের মামলা

ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৮৬টি যৌন নির্যাতনের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, এই ৮২টি ঘটনার মধ্যে, অপরাধী হলেন ভুক্তভোগীর পরিচিত কেউ। প্রতি ঘন্টায় চারটি যৌন নির্যাতনের মামলা দায়ের করা হয়।১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী মহিলারা সবচেয়েবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে, ১৮৯,০০০ রিপোর্ট করা ঘটনার মধ্যে ১,১৩,০০০ ভুক্তভোগীর বয়স ১৮ থেকে ৩০ এর মধ্যে। ১৬ বছর বয়সের আগে চারজন মেয়ের মধ্যে একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।ছয়জন শিশুর মধ্যে একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।১৬ বছর বয়সের আগে আঠারোজন ছেলের মধ্যে একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। শুধুমাত্র ২০২৪ সালে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ৭১,২২৭টি যৌন নির্যাতনের ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

প্রার্থনার তালিকা

১. যৌন নির্যাতনের মামলার সময়মত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য বিচার ব্যবস্থা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।

২. এই ভয়াবহবাস্তবতার ঐশ্বরিক রূপান্তরের জন্য প্রার্থনা করুন, যেখানে প্রতি ঘন্টায় চারটি মামলা রিপোর্ট করা হচ্ছে।

৩. প্রার্থনা করুন যে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা মানসিক নিরাময় লাভ করবেন এবং অপরাধীরা বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য শাস্তি পাবেন।

৪. সবচেয়েবেশি ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের জন্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্র এবং সহায়তা পরিষেবাগুলি উপলব্ধ থাকারজন্য প্রার্থনা করুন।

৫. ছোটবেলা থেকেই যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য তরুণীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।

রেলওয়ে সেক্টর

ভারতে ১৩,১৬৯টি যাত্রীবাহী ট্রেন এবং ৮,৭৩৯টি মালবাহী ট্রেন চলাচল করে। এই ট্রেনগুলি প্রতিদিন ৭,৩৫২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে, যার ফলে প্রায় ১.২ মিলিয়ন কর্মী নিযুক্ত হন। গত পাঁচ বছরে ২১৯টি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০১৮-১৯ সালে ৫৯টি দুর্ঘটনা ঘটেছে; ২০১৯-২০ সালে ৫৫টি; ২০২০-২১ সালে ২২টি; ২০২১-২২ সালে ৩৫টি; এবং ২০২২-২৩ সালে ৪৮টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। শুধুমাত্র ২০২৩-২৪ সালে ৩১৩ জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১,০০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। গত দশকে, ভারতে ৬৩৮টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ৭৪৮ জন মারা গেছেন এবং ১,৫০০ জনেরও বেশি ব্যক্তি আহত হয়েছেন। রেল নেটওয়ার্ক ১,০৬,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত, যা দেশের প্রতিটি রাজ্যকে সংযুক্ত করে।

প্রার্থনার তালিকা

১. রেলওয়ে খাতে কর্মরত ১.২ মিলিয়ন কর্মচারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

২. রেল দুর্ঘটনা রোধ এবং রেলপথের উন্নয়নের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করুন।

৩. প্রার্থনা করুন যে দূরপাল্লার ট্রেন চালকদের কাজের সময় কমে যাবে এবং কাজের চাপ পরিচালনার জন্য শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

৪. সিগন্যালিং ত্রুটি দূর করার এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাধা স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করুন।

৫. প্রার্থনা করুন যে রেল ব্যবস্থা যেন জ্ঞান এবং উৎকর্ষতার সাথে কাজ করে যাতে আরও প্রাণহানি রোধ করা যায়।

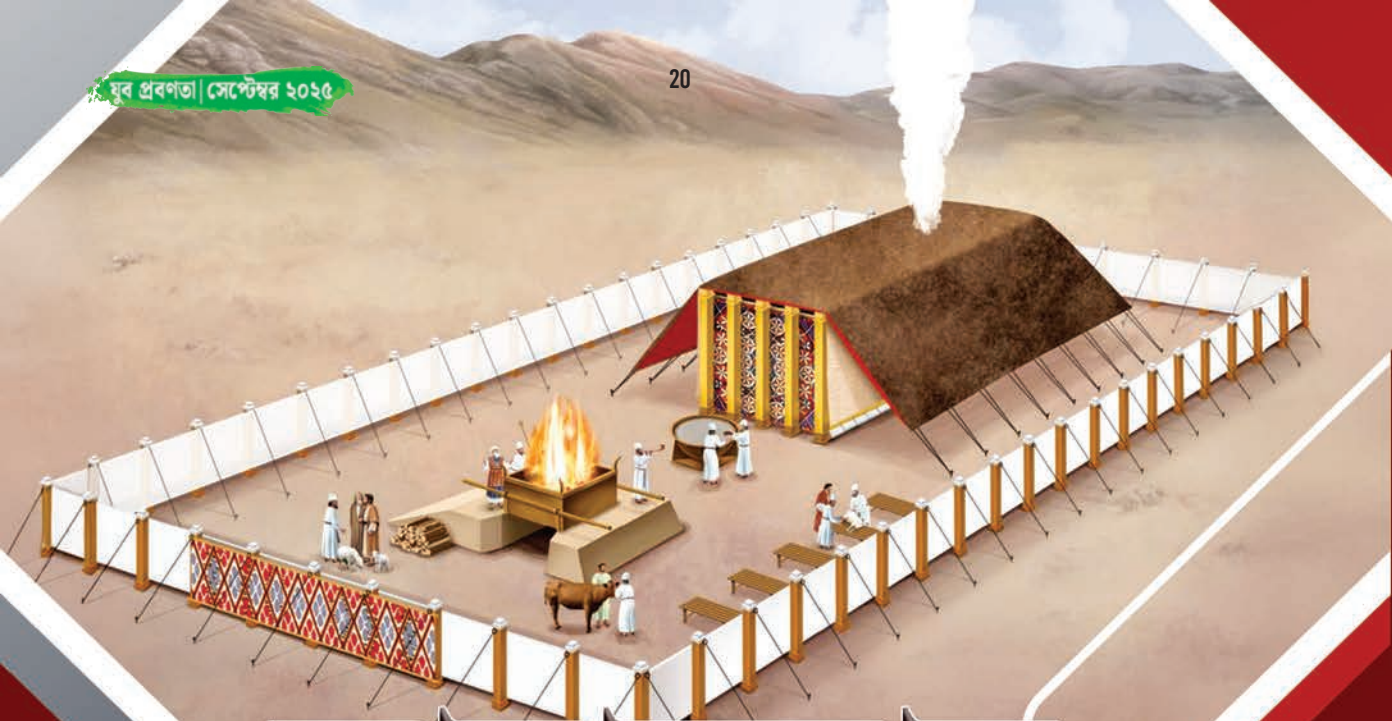

আবাসতাম্বু

স্বয়ং প্রভু তাঁবুতে পরিচর্যা করার জন্য পুরোহিতদের মনোনীত করেছিলেন। এই মাসে, আমরা তাদের উপর অর্পিত পবিত্র কর্তব্যগুলি নিয়ে চিন্তা করব।

প্রভু ইস্রায়েলের লোকদের বলেছিলেন:"তোমরা আমার মূল্যবান সম্পত্তি হবে। তোমরা আমার জন্য পুরোহিতদের একটি রাজ্য এবং একটি পবিত্র জাতি হবে" (যাত্রাপুস্তক ১৯:৫-৬)।

প্রভু ইস্রায়েলেরগোষ্ঠীগুলির মধ্যে থেকে লেবীয়দের আলাদা করেছিলেন। লেবীয়দের মধ্য থেকে, তিনি হারোণ এবং তার বংশধরদের বেছে নিয়েছিলেন, তাদের পুরোহিত হিসেবে পবিত্র করেছিলেন এবং পবিত্র স্থানে সেবা করার জন্য তাদের অভিষেক করেছিলেন।

পুরোহিতদের বলিদানের কর্তব্য

লোকেদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রভুর সামনে বলিদান করার দায়িত্ব পুরোহিতের উপর ছিল। সকালের নৈবেদ্য: প্রতিদিন সকালে তিনি বেদীর উপর কাঠ রাখতেন এবং আগুন জ্বালিয়ে রাখতেন।তিনি বেদীর ছাই অপসারণের জন্য মসীনার পোশাক পরতেন এবং তার পাশে রাখতেন। তারপর, অন্যান্য পোশাক পরে, তিনি ছাই শিবিরের বাইরে একটি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার স্থানে নিয়ে যেতেন। বেদীর আগুন কখনও নিভে যেত না। রক্ত ছিটানো: পুরোহিত বেদীর শিং গুলিতে বলির রক্ত লেপন করতেন এবং বাকি রক্ত বেদীর গোড়ায় ঢেলে দিতেন।

দীপাধার: পবিত্র স্থানে, তিনি প্রভুর সামনে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত অবিরাম প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেন।

দর্শন-রুটির টেবিল: তিনি প্রতি বিশ্রামবারে পবিত্র রুটি সাজাতেন এবং প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালাতেন।

মহাপবিত্র স্থান: বছরে একবার,মহাযাজক একাই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন। বলিদানের রক্ত বহন করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তের আবরণে (করুণার আসন) একবার এবং তার সামনে সাতবার ছিটিয়ে দিতেন, যার ফলে ইস্রায়েলের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত।

জনগণের মধ্যে পুরোহিতের দায়িত্ব

- সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের শোনার জন্য প্রকাশ্যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পাঠ করো।
- মানুষকে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে এবং এটি কীভাবে আলাদা করতে হয় তা শেখান।
- রোগ চলে গেলে পরিষ্কার ব্যক্তিকে "পবিত্র" ঘোষণা করুন।
- বিবাদের বিচার করো এবং প্রভুর ন্যায়বিচার ঘোষণা করো।
- গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সংকেত দিতে তূরী বাজান।

যুদ্ধে যাওয়ার আগে সাহসের কথা বলে জনগণকে উৎসাহিত করুন।

হারোণ এবং তার পুত্রদের এই পরিচর্যা সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।দ্বিতীয় বিবরণ ১০:৮ পদে আমরা তিনটি মূল পুরোহিতের ভূমিকা সম্পর্কে পড়ি:

১. চুক্তির সিন্দুক বহন করা

যখন ইস্রায়েল শিবির ত্যাগ করেছিল, তখন পবিত্র পুরোহিতরা চুক্তির সিন্দুক বহন করেছিলেন। একইভাবে, আমাদেরও এই পৃথিবীতে প্রভুর বাক্য - তাঁর শক্তি এবং গৌরব - তাঁর জীবন্ত সিন্দুক হিসাবে বহন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

২. প্রভুর সামনে দাঁড়ানো এবং তাঁর উপাসনা করা

যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মিশর থেকে ডেকে আনেন, তখন তিনি ফেরাউনকে আদেশ দেন,"আমার লোকদের যেতে দাও, যাতে তারা আমার উপাসনা করতে পারে।" আমাদের সম্পর্কেও, ঈশ্বর বলেন, "আমি এই লোকদের আমার জন্য তৈরি করেছি, যাতে তারা আমার প্রশংসা ঘোষণা করতে পারে।"

অতএব, যারা অটল রাজ্য পেয়েছে, আসুন আমরা অনুগ্রহকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি এবং শ্রদ্ধা ও পবিত্র ভয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করি, সর্বোপরি তাঁকে সন্তুষ্ট করি।

৩. তাঁর নামে আশীর্বাদ করা

ঈশ্বর তাঁর পুরোহিতদের মাধ্যমে তাঁর লোকেদের আশীর্বাদ করতে পেরে আনন্দিত। শাস্ত্র আমাদের বলে,"তোমরা আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল; অতএব, আশীর্বাদ করো।"

শেষ কালের পুরোহিত হিসেবে, আমাদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করতে হবে যিনি মানবজাতির পাপের জন্য বলিদান করেছেন -যাতে সমস্ত মানুষ পবিত্র হয় এবং স্বর্গের আশীর্বাদ লাভ করে।

ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে, আমাদের অবশ্যই প্রতিটি আত্মার কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে।

পুনরুজ্জীবন বীজ

একই বছর, সিএমএস মিশনের মাধ্যমে, জন থমাসকে চেন্নাই (তৎকালীন মাদ্রাজ) পাঠানো হয়। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে, তিনি তামিল ভাষা আয়ত্ত করেন এবং ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭ সালে, তিরুনেলভেলি জেলার মেঘনাপুরম গ্রামে তার ধর্মপ্রচারক কাজ শুরু করেন। ৪ অক্টোবর, ১৮৩৮ সালে তিনি মেরি ডেভিসকে বিয়ে করেন। একসাথে, তারা বিভিন্ন গ্রামে পায়ে হেঁটে সুসমাচার প্রচার করেন। এই দম্পতি তিনটি সন্তানের জনক হন।

প্রিয় তরুণ ভাই ও বোন, আমরা শেষ সময়ের পুনরুজ্জীবনের দিনে বাস করছি!

প্রতি মাসে, "পুনরুজ্জীবনের বীজ" এই অংশেমাধ্যমে আমরা সেইসবমিশনারিদের জীবন অন্বেষণ করি, যারা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও পুনরুজ্জীবনের বীজ বপন করেছিলেন।এই মাসে, আসুন আমরা একজন মিশনারির অনুপ্রেরণামূলক জীবনের দিকে তাকাই যিনি খ্রিস্টের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন -জন থমাস টুকার।

১৮০৭ সালের ১০ নভেম্বর আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী জন থমাস টুকার এমন এক পরিবারে বেড়ে ওঠেন যেখানে ছোটবেলা থেকেই তিনি ভক্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে লালিত-পালিত হন। ১৯ বছর বয়সে তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এই স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি আইন অধ্যয়ন করেন এবং একজন আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন শুরু করেন। এমনকি যৌবনেও তিনি সক্রিয়ভাবে ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

১৮২৭ সালে, আয়ারল্যান্ডে চার্চ মিশন সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত একটি মিশনারি সম্মেলনের সময়, তিনি সুসমাচার প্রচারের জন্য তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার ঐশ্বরিক আহ্বান অনুভব করেন। সেই আহ্বানে সাড়াদিয়ে, তিনি তার সমৃদ্ধ আইনীকর্মজীবন ত্যাগ করেন এবং ১৮৩৩ সালে লন্ডনের একটি বাইবেল কলেজে ভর্তি হন।তিনি তার ধর্মতাত্ত্বিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন এবং ৫ জুন, ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে ধর্মনিষ্ঠা লাভ করেন।

জন যেসব এলাকায় পরিচর্যা করতেন সেগুলি ছিল অনুর্বর এবং দরিদ্র। তিনি কৃষিজমি উন্নত করার, স্থানীয় মাটির উপযোগী গাছ লাগানোর, গ্রামগুলিকে পরিষ্কার করার এবং শুষ্ক পতিত জমিগুলিকে সবুজ বনে রূপান্তর করার কাজ হাতে নিয়েছিলেন।তাঁর করুণাময় প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে, স্থানীয়রা-যাদের অনেকেই তাড়ি-কাটা ছিল -সুসমাচার শুনেছিল এবং যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল।তাদের জন্য, তিনি একটি ছোট গির্জা তৈরি করেছিলেন।

১৮৪৪ সালে, তিনি একটি স্কুল শুরু করেন এবং অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য হোস্টেলও নির্মাণ করেন।ফলস্বরূপ, যারা কখনও যীশুর কথা শোনেননি, তারা বিশ্বাসে ফিরে আসেন এবং তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন। ছাত্ররা কেবল শিক্ষাগতভাবেই নয়, চরিত্রগত ভাবেও অসাধারণ ছিল। মেঘনা পুরমের আশেপাশের অসংখ্য গ্রামবাসী যীশুকে গ্রহণ করেছিলেন।জন তাদের বাপ্তিস্ম দেন এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকাল ও সন্ধ্যায় উপাসনা পরিচালনা করার জন্য ক্যাটেচিস্টদের নিয়োগ করেন।

কিন্তু তার কাজ তীব্র বিরোধিতা ছাড়া ছিল না। তার সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মপ্রচারের প্রতি অসন্তুষ্ট বিরোধীরা খড়ের তৈরি গির্জা গুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা খ্রিস্টানদের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি এবং কৃষিজমি ধ্বংস করে, সামাজিকভাবে বিশ্বাসীদের একঘেয়ে করে তোলে।তবুও,খ্রিস্টানরা অটল ধৈর্যের সাথে এই সবকিছু সহ্য করেছিল। তাদের কষ্টের মধ্যে, তারা

ঈশ্বরকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল এবং বিশ্বাসে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কেউই খ্রীষ্টের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়েনেয়নি, যা শত্রুদের ক্রোধকে আরও তীব্র করে তুলেছিল।

১৮৪৫ সালে, তীব্র ঘূর্ণিঝড়মেঘনাপুরম এবং এর আশেপাশের গ্রামগুলিতে আঘাত হানে। এরপর কলেরা, বমি এবং ডায়রিয়ার মারাত্মক প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং তীব্র পানীয় জলের সংকট পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। সর্বত্র মৃত্যুর আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়।অসংখ্য ক্ষতির মধ্যে, জন থমাস তার প্রিয় কন্যা মেরি জেনকেও হারান।

স্থানীয়রা এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য লোকেদের দোষারোপ করতে শুরু করে।সহিংসতা শুরু হয়। হুমকি বাড়তে থাকে। তারা জন থমাসকে তার মিশনারি কাজ বন্ধ করার দাবি জানায়। কিন্তু অবিচল এবং ভীত-সন্ত্রস্ত - এমনকি ব্যক্তিগত দুঃখের মধ্যেও - তিনি নতুন উদ্যমে দুর্দশাগ্রস্তদের সেবা করতে থাকেন। তিনি একের পর এক গ্রামে ঘুরে বেড়ান, সাহায্য এবং আশা প্রদান করেন।তার স্ত্রীও এগিয়ে আসেন, মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করেন এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ধর্মপ্রচারমূলক, সামাজিক এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, অনেক গ্রামবাসী যীশু খ্রীষ্টকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কর্পোরেট উপাসনা সহজতর করার জন্য, একটি গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ২০ জুন, ১৮৪৪ সালে এবং ৯ ডিসেম্বর, ১৮৪৭ সালে, গির্জাটি সম্পন্ন হয়েছিল এবং সেন্ট পলস চার্চ নামে পবিত্র করা হয়েছিল।

১৮৫৭ সালে মেঘনা পুরমে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ছিল ৫,৫০০ জন। ১৮৬৯ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে ৪৫,০০০-এ পৌঁছে যায়!

জন থমাস ভেল্লালান ভিলাই, অরুমুগানেরি, নালুমাবাদী, কাদাচাপুরম, কায়মোঝি, প্রকাশপুরম, পান্নাভিলাই এবং খ্রিস্টান নগরের মতো গ্রামেও বড় গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। সুব্রামানিয়াপুরম, রাসমণিপুরম, এবং পূভারাসুর-গ্রামে প্রান্তিক সম্প্রদায়-গীর্জাগুলিও নির্মিত হয়েছিল। তিনি ১২৫টি গ্রামে গসপেল প্রচার করেছিলেন, গীর্জা তৈরি করেছিলেন এবং ৫৪টি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি ৫৪ জন ধর্মপ্রচারককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং গির্জার পরিচর্যার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করেছিলেন। বিশ্বাসীদের শক্তিশালী করার জন্য, তিনি ১২ জন যাজক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, গির্জাগুলি সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত হয়েছিল।

৩৩ বছর ধরে নিরলস সেবার পর, মেঘনাপুরম এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার পর, জন থমাস ১৮৬৫ সালে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবুও, মেঘনাপুরমের মানুষের ভালোবাসা এবং স্নেহ থেকে বিচ্ছিন্নতা সহ্য করতে না পেরে, তিনি ফিরে আসার জন্য জোর দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ”এমনকি

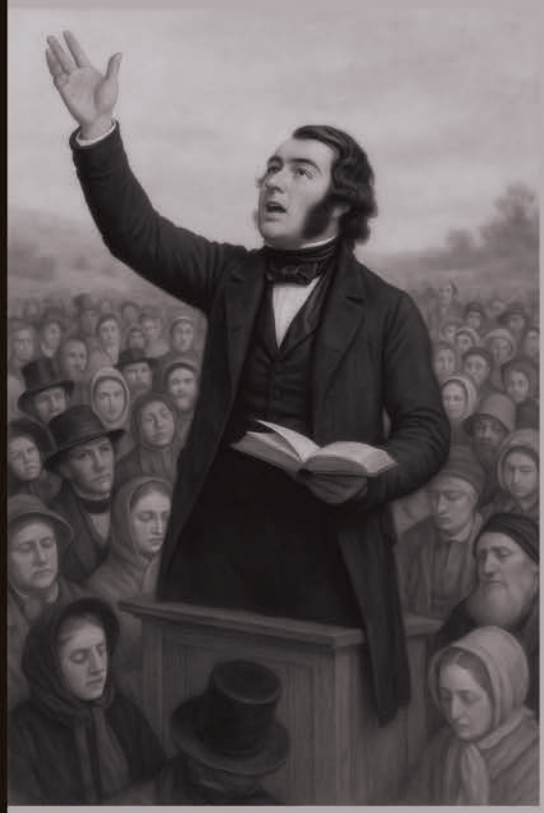

মৃত্যুতে, আমি দক্ষিণ তিরুনেলভেলির মানুষের মধ্যে থাকতে চাই।“ অবশেষে, তার স্বাস্থ্যের আবার অবনতি ঘটে এবং ২৮শে মার্চ, ১৮৭০ সালে, ৬২ বছর বয়সে, তিনি চিরনিদ্রায় প্রবেশ করেন।

তিনি পার্থিব খ্যাতি এবং বিলাসিতাকে ঘৃণা করতেন, ভারতবর্ষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, খ্রীষ্টের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন, বিশ্বস্ততার সাথে বাক্য বপন করতেন, প্রার্থনায় ভূমি ঢেকে দিতেন, বিরোধিতার মধ্যেও গির্জা নির্মাণ করতেন এবং সবচেয়ে অবহেলিতদের জন্যও প্রভুর সাক্ষাৎ সম্ভব করে তুলতেন।আজ, আপনি কি তাঁর মতো এই ধরনের কষ্ট সহ্য করতে এবং উদ্যোগের সাথে দৌড়াতে প্রস্তুত?

কোন প্রবণতা নয়...

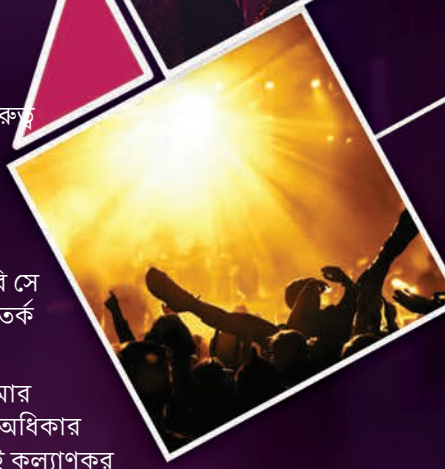

আমার বন্ধু! কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো! এই লেখার মাধ্যমে আবারও তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

উপাসনায় অনুকরণীয়

সাম্প্রতিক সময়ে, খ্রিস্টান তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি রীতি হলো উপাসনা। আজকের প্রেক্ষাপটে, উপাসনা প্রায়শই উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন সঙ্গীত এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ নৃত্যের মিশ্রণ হিসেবে দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, ঈশ্বরের উপস্থিতির চেয়ে আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

তবে, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে উপাসনা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। সমগ্র ধর্মগ্রন্থে, আমরা দেখতে পাই যে উপাসনায় নৃত্য একটি ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ছিল, একটি সামগ্রিক নিয়ম নয়। ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানরা, বাইবেল আমাদের পবিত্রতার সৌন্দর্যে প্রভুর উপাসনা করার জন্য উৎসাহিত করে। তাহলে, আমাদের হৃদয় কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? আমাদের কর্ম কীভাবে আমাদের উপাসনাকে প্রতিফলিত করে?

অন্যরা নাচছে বলে অথবা জাগতিক রীতি অনুকরণ করছে বলে কেবল নাচলে প্রকৃত উপাসনা হয় না। উপাসনায়, পবিত্রতাকে আবেগগত উত্তেজনার চেয়ে প্রাধান্য দিতে হবে।

আমোষের পুস্তকে আমরা ঈশ্বরকে বলতে শুনি, "তোমাদের গানের শব্দ দূর কর!" এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে কেবলমাত্র প্রভুর কাছে সন্তুষ্ট উপাসনাই তিনি গ্রহণ করেন। অন্য যেকোনো কিছু, তা আমাদের কাছে যতই জোরে বা হৃদয়গ্রাহী মনে হোক না কেন, যদি তাতে আন্তরিকতা এবং পবিত্রতার অভাব থাকে তবে তা তাঁর কানে বিরক্তিকর শব্দের মতো শোনাবে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা কীভাবে প্রভুর উপাসনা করছি? এটা কি আমাদের সমস্ত হৃদয় এবং আত্মা দিয়ে? একবার চিন্তা করার জন্য সময় নিন!

সত্য উপাসনা ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং মহিমা নিয়ে আসে। এর উৎপত্তি স্বর্গে, যেখানে করূব এবং সেরাফিম অবিরামভাবে প্রভুর প্রশংসা করে চিৎকার করে, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র!" লুসিফারই প্রথম স্বর্গে উপাসনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন অহংকার তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে মানুষের মধ্যে মিথ্যা উপাসনার বীজ বপন করতে শুরু করে - এমন উপাসনা যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না। তাই বন্ধুরা, সতর্ক হন! আমরা কি যুক্তিসঙ্গত উপাসনা করছি? আমরা কি সত্যিই ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী উপাসনা দিচ্ছি? এই প্রশ্নগুলো আমাদের গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সহ উপাসনায় নিজেদের কীভাবে উপস্থাপন করি সে সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

পৌল লিখেছেন, "আমার যেকোনো কিছু করার অধিকার আছে," কিন্তু সবকিছুই কল্যাণকর নয়। যখন আমরা উপাসনা করি, তখন আমাদের হাঁটাচলা, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুই পবিত্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। যদি আমরা এমনভাবে চলতে থাকি যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে অথবা উপাসনা করার সময় অন্যদের প্রলোভনে ফেলে, তাহলে তা ঈশ্বরের কাছে আনন্দদায়ক উপাসনা নয়। যদি আমরা এমন কিছু বলি যা প্রভু বলেননি অথবা এমন কিছু গাই যা মনে আসে যে এটি উপাসনা, তবে তা প্রকৃত উপাসনা নয়। কেবলমাত্র যখন কেবল প্রভুর নাম উচ্চারিত হয়, তখনই উপাসনা পূর্ণতা লাভ করে।

আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের যৌবনকালে আমরা যে অভ্যাসগুলো গড়ে তুলি, সেগুলোই আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেব। তাই আসুন আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনায় সৎ ও আন্তরিক হই। উপাসনা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে আমন্ত্রণ জানায় কিন্তু যদি তা সঠিকভাবে না করা হয়, তাহলে তা তাঁর ক্রোধকেও আমন্ত্রণ জানাতে পারে। আসুন আমরা মূল্যায়ন করি যে আমাদের উপাসনা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, নাকি শুধু মানুষের তৈরি ঐতিহ্য অনুসরণ করা। আজ থেকে, আসুন আমাদের প্রবণতা পরিবর্তন করি - আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে যা অপছন্দনীয় তা ত্যাগ করুন এবং এমন উপাসনা গ্রহণ করুন যা তাঁর দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে ঠিক এটাই আশা করেন। আসুন আমরা পবিত্রতার সাথে তাঁর উপাসনা করি, এবং আমরা ঐশ্বরিক দর্শন প্রত্যক্ষ করব, ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পারব, এবং তাঁর সাথে গভীর সহভাগিতায় চলুন। প্রভু আপনাকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন। আমিন!

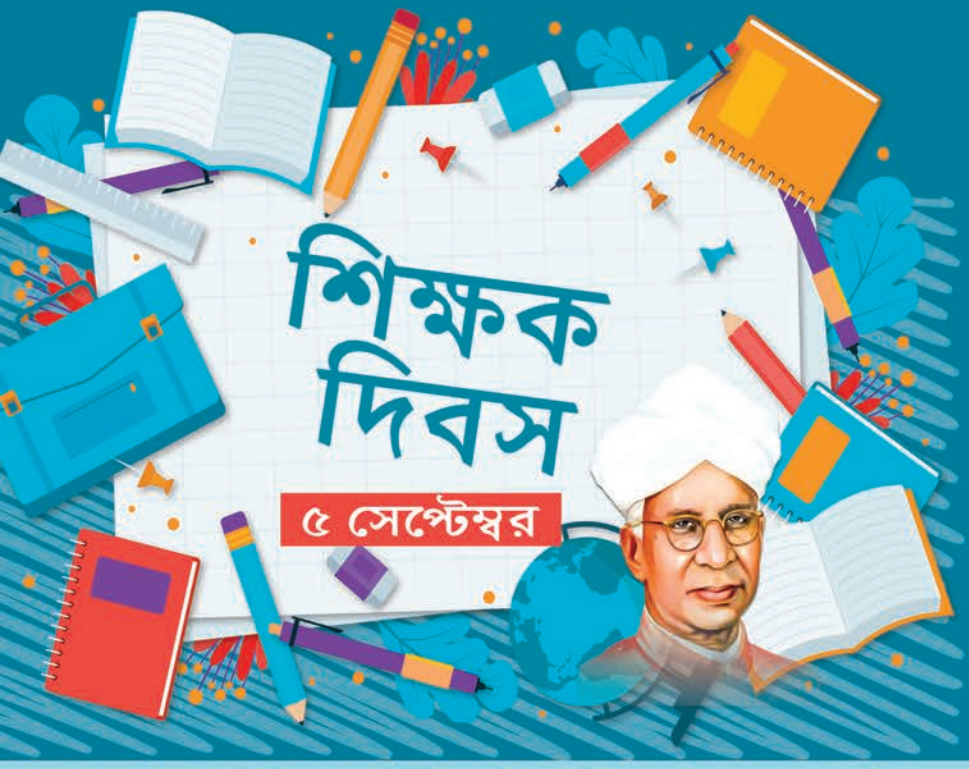

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালিত হয়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন - তারা কেবল জ্ঞান প্রদান করেন না, বরং তারা শিক্ষার্থীদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বও গঠন করেন।

শিক্ষকরা কীভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন

- **প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিন এবং তাদের অনন্য চাহিদাগুলি বোঝার জন্য সময় নিন।**
- শিক্ষার্থীরা যখন ভালো কিছু করে, তখন তাদের প্রশংসা করুন এবং উৎসাহিত করুন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরিতে সাহায্য করে।
- ধৈর্যের সাথে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিন এবং তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।
- শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করুন, যা আস্থা তৈরি করে এবং সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।
- একটি প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় শ্রেণীকক্ষ পরিবেশ তৈরি করুন যা কৌতূহল জাগায় এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহের সাথে শিখতে অনুপ্রাণিত করে।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষকদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে

- তোমার শিক্ষকদের দেওয়া নির্দেশনা এবং নির্দেশনাকে সম্মান করো এবং আন্তরিকভাবে সেগুলো অনুসরণ করো।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করবেন না - স্পষ্টতা এবং বোধগম্যতা খুঁজুন।
- শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুল প্রাঙ্গণউভয় ক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ করুন।
- তোমার শিক্ষকদের প্রতি সর্বদা ইতিবাচকমনোভাব বজায় রাখো।
- Approach your studies and classroom responsibilities with sincerity and accountability.

এই নীতিগুলি অনুসরণ করে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন, যা একটি প্রাণবন্ত এবং কার্যকর শিক্ষার পরিবেশের ভিত্তি স্থাপন করে।